মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মে ২০১৫ মাসের কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**

প্রতিবেদনাধীন মাসের নাম: **মে ২০১৫** প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখ: **১০ জুন ২০১৫**

(১) প্রশাসনিক:

ক. ১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ
মন্ত্রণালয়/বিভাগ: **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**	২৪৫	১৯২	৫৩
অধিদপ্তর/সংস্থা/সংযুক্ত অফিস: **দুর্নীতি দমন কমিশন**	১,২৬৪	৯৬১	৩০৩
মোট	**১,৫০৯**	**১,১৫৩**	**৩৫৬**

ক. ২ শূন্যপদের বিন্যাস

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	অতিরিক্ত সচিব/ তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন ডিসি, এসপি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	-	১২	১০	১৭	১৪	৫৩
দুর্নীতি দমন কমিশন	-	-	৫৭	২২	১০০	০৩	১৮২*

* সুপারনিউমেরারি পদ ব্যতীত।

ক. ৩ অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ শূন্য থাকলে তার তালিকা

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদের নাম	গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদের সংখ্যা	মোট গুরুত্বপূর্ণ শূন্যপদের সংখ্যা
১।	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ**	-	-	-
২।	**দুর্নীতি দমন কমিশন**	-	-	-

ক. ৪ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থা	প্রতিবেদনাধীন মাসে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	২	২	-	২	২	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক ২ জন, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর ১ জন ও অফিস সহায়ক ১ জন
দুর্নীতি দমন কমিশন	-	-	-	-	৪	৪	শূন্যপদের বিপরীতে দুই জন এবং মঞ্জুরিকৃত পদের ১০ শতাংশ রিজার্ভ হিসাবে দুই জনসহ মোট চার জন গাড়িচালক নিয়োগ দেওয়া হয়।

ক.৫ শূন্যপদ পূরণে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই।

খ. ১ ভ্রমণ/পরিদর্শন (দেশে-বিদেশে)

	মন্ত্রী		প্রতিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী		মন্ত্রিপরিষদ সচিব		মন্তব্য
	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে	দেশে	বিদেশে	
ভ্রমণ/পরিদর্শন (দিন)	-	-	-	-	১২ মে ২০১৫ তারিখে 'Rules of Business and Government Performance Management System' শীর্ষক বক্তৃতা প্রদানের জন্য বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা গমন করেন।	সরকারি সফরে ১৮-২৩ মে ২০১৫ মেয়াদে মিশর ও তুরস্ক সফর করেন।	
উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন (দিন)	-	-	-	-	-	-	
পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রমণ (দিন)	-	-	-	-	-	-	

খ.২ উপরোক্ত ভ্রমণের পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলের সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়।

(২) আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

(৩) অর্থনৈতিক (কেবল অর্থ বিভাগের জন্য): প্রযোজ্য নয়।

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত

ক. উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত প্রকল্পের নাম:

প্রকল্পের নাম	**বর্তমান অর্থ-বছরে এডিপিতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)**	**প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়ের পরিমাণ (কোটি টাকায়) ও বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার**	**প্রতিবেদনাধীন মাসে নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়ে থাকলে তার তালিকা**	**প্রতিবেদনাধীন মাসে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার তারিখ**	মন্তব্য
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**	**৬**
Improving Public Administration and Services Delivery through E-Solution: Improving GRS (Output-3)	০.৮৭	০.৫০৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ের শতকরা হার ৫৮%	-	-	'National Integrity Strategy (NIS) Support Project' শীর্ষক একটি প্রকল্প ২২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অনুমোদিত হয়।

খ. প্রকল্পের অবস্থা সংক্রান্ত

প্রতিবেদনাধীন মাসে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন মাসে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন মাসে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো	আগামী দু'মাসের মধ্যে উদ্বোধন করা হবে এমন সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা
-	-	-	-

(৫) উৎপাদন বিষয়ক (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পূরণ করতে হবে): প্রযোজ্য নয়।

(৬) প্রধান প্রধান সেক্টর কর্পোরেশনসমূহের লাভ/লোকসান: প্রযোজ্য নয়।

(৭) অডিট আপত্তি

ক. অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	**অডিট আপত্তির সংখ্যা**	**টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)**	**ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা**	**নিষ্পত্তির সংখ্যা**	**জের**	**মন্তব্য**
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০৭ টি	০.২৩	০০	০০	০৭ টি	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ০৭টি অডিট আপত্তি সংক্রান্ত একটি মামলা (মামলা নম্বর ৭/২০০০) রয়েছে, যা ঢাকার ৪র্থ সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন আছে।
বিলুপ্ত বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ড ও বিলুপ্ত উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল উন্নয়ন বোর্ড	১৭টি	২৮৩.১৫	০০	০০	১৭টি	ত্রিপক্ষীয় অডিট কমিটির সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
দুর্নীতি দমন কমিশন	০৪টি	৭০০.০০	০৪	-	০৪টি	-
মোট	**২৮টি**	**৯৮৩.৩৮**	**০৪**	**০০**	**২৮টি**	**-**

খ. অডিট রিপোর্টে গুরুতর/বড় রকমের কোন জালিয়াতি/অর্থ আত্মসাৎ, অনিয়ম ধরা পড়ে থাকলে সে-সব কেইসের তালিকা: **নেই।**

(৮) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলা (প্রতিবেদনাধীন মাসের ১ তারিখে)	প্রতিবেদনাধীন মাসে শুরু হওয়া মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন মাসে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা			অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	বর্তমান অর্থ-বছরে মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা
		চাকরিচ্যুতি/বরখাস্ত	অন্যান্য দণ্ড	অব্যাহতি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-২	-	-	-	-	০২	-
দুর্নীতি দমন কমিশন-১৫	-	-	২	-	১৩	০৪

(৯) মানবসম্পদ উন্নয়ন

ক. প্রতিবেদনাধীন মাসে সমাপ্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:

মন্ত্রণালয়/সংস্থা	ক্রমিক	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির নাম	প্রশিক্ষণের মেয়াদ	উদ্যোগী সংস্থা/ এজেন্সির নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১	৬৭তম SSC কোর্সের অংশ হিসাবে University Putra Malaysia-তে প্রশিক্ষণ।	০৫-১৪ মে ২০১৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	**এক জন** যুগ্মসচিব
	২	৬৮তম SSC কোর্সের অংশ হিসাবে University Putra Malaysia-তে প্রশিক্ষণ।	১৭- ২৬ মে ২০১৫	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	**এক জন** যুগ্মসচিব
	৩	'Improving Public Administration and Services Delivery through e-Solutions' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কোরিয়াতে অনুষ্ঠিত স্ট্যাডি ট্রিপে অংশগ্রহণ।	১৮ - ২০ মে ২০১৫	এডিবি, বাংলাদেশ অফিস	**ছয় জন** এক জন যুগ্মসচিব এক জন উপসচিব চার জন সিনিয়র সহকারী সচিব
দুর্নীতি দমন কমিশন	৪	'The Art of Stakeholder Collaboration' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ	১৯-২২ মে ২০১৫	দুর্নীতি দমন কমিশন	**এক জন** পরিচালক
	৫	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	১০-২৮ মে ২০১৫		**৩৭ জন**
	৬	ভূমি ব্যবস্থাপনা	২৫-৩১ মে ২০১৫		**৪০ জন**

খ. মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরে কোন ইন্-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়ে থাকলে তার বর্ণনা: প্রযোজ্য নয়।

গ. প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়নের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা থাকলে তার বর্ণনা: নেই।

ঘ. মন্ত্রণালয়ে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং (OJT)-এর ব্যবস্থা আছে কি না; না থাকলে অন্-দ্য-জব ট্রেনিং আয়োজন করতে বড় রকমের কোন অসুবিধা আছে কি না: হ্যাঁ আছে; কোন অসুবিধা নেই।

ঙ. প্রতিবেদনাধীন মাসে প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা: দশ জন।

(১০) উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/সমস্যা-সঙ্কট:

ক. প্রতিবেদনাধীন মাসে নতুন আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন হয়ে থাকলে তার তালিকা: নেই।

খ. প্রতিবেদনাধীন মাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

(১) মন্ত্রিসভার চারটি, সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির তিনটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির তিনটি, প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির দুইটি, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত চারটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(২) ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, কার্যবিবরণী ও সার-সংক্ষেপসমূহের মোট সাত খন্ড রেকর্ড মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে ১৪ মে ২০১৫ তারিখে পরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর-এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

(৩) সমরপুস্তক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির ৩৭তম এবং ৩৮তম সভা যথাক্রমে ১০ মে এবং ২৪ মে ২০১৫ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

(৪) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত এপ্রিল দ্বিতীয় পক্ষ এবং মে প্রথম পক্ষের পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত দুইটি সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৫) ৩১ মে ২০১৫ তারিখে বিভাগীয় কমিশনারগণের মাসিক সমন্বয়সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২৭টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(৬) ১১ মে ২০১৫ তারিখে পঞ্চগড়, টাঙ্গাইল, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর, গাইবান্ধা ও ঠাকুরগাঁও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি এবং বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা ও রংপুরের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

(৭) মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি'তে নতুন তিন জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৮) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নির্মিত 'স্বাধীনতা স্তম্ভ', 'স্বাধীনতা জাদুঘর' ও 'শিখা চিরন্তন' এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বিধানকল্পে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়।

(৯) বিদেশি দূতাবাস/মিশন এবং বিদেশি সাহায্যসংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে সচিবগণের যোগদানের অনুমতি সংক্রান্ত পাঁচটি পত্র জারি করা হয়।

(১০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ আবদুল হামিদ সিঙ্গাপুরে সরকারি সফর শেষে ০৪ মে ২০১৫ তারিখ সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের এসকিউ-৪৪৬ ফ্লাইটযোগে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রত্যাবর্তনকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচারের দায়িত্ব পালন করা হয়।

(১১) ৬ মে ২০১৫ তারিখে ভারতের রাজ্যসভায় এবং ০৭ মে ২০১৫ তারিখে ভারতের লোকসভায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমানা চুক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অনুসমর্থিত হয়। ভারত কর্তৃক ঐতিহাসিক এই চুক্তি অনুসমর্থনের ফলে দুই দেশের মধ্যকার র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ প্রসূত সুদীর্ঘ ৬৮ বছরের স্থলসীমানা সংক্রান্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ নিরসন হল। যুগান্তকারী এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের বিদ্যমান সম্পর্ক আরও জোরদার করার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে, যা দুই দেশের ছিটমহলগুলিতে বসবাসকারী জনগণের কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পর ১৯ মার্চ ১৯৭২ তারিখে তাঁর দূরদর্শী উদ্যোগে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বঙ্গবন্ধু সেইসঙ্গে দু'দেশের মধ্যকার স্থলসীমানা বিরোধের ন্যায্য, শান্তিপূর্ণ ও স্থায়ী নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৬ মে ১৯৭৪ তারিখে উভয় দেশের মধ্যে স্থলসীমানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২৮ নভেম্বর ১৯৭৪ তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে চুক্তিটি অনুসমর্থন হয়। পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বরণের পর এই প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে পড়ে। ইতিহাসের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ৪১ বছর পর অবশেষে ৭ মে ২০১৫ তারিখে ভারত কর্তৃক চুক্তিটি অনুসমর্থিত হল।

মন্ত্রিসভা ভারতের সঙ্গে স্থলসীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জাতির পিতার অগ্রণী ও দূরদর্শী ভূমিকা গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। মন্ত্রিসভা আরও মনে করে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা, তাঁর বলিষ্ঠ ও গতিশীল নেতৃত্ব এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও সুখ্যাতির ফলেই এই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে উদ্ভূত যে কোন সমস্যা সমাধানের আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমানা চুক্তি বাস্তবায়নেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অবিচল ছিলেন।

ভারতীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক চুক্তিটির সর্বসম্মত অনুসমর্থন বাংলাদেশের প্রতি ভারতের বন্ধুসুলভ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাবেরই প্রতিফলন। এইজন্য ভারতের সরকার, পার্লামেন্ট ও জনগণকে ধন্যবাদ এবং এই অসামান্য অর্জনে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১১ মে ২০১৫ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়; এ সংক্রান্ত ১৩ মে ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১২) ৭ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড অ্যান্ড কিলবার্ন নির্বাচনী এলাকায় লেবার পার্টি মনোনীত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রার্থী মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক বিজয়ী হয়েছেন। এ ছাড়া, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মিজ্ রূপা হক ইলিং সেন্ট্রাল অ্যান্ড অ্যাকটন এবং মিজ্ রুশনারা আলী বেথনাল গ্রিন অ্যান্ড বো নির্বাচনী এলাকা থেকে বিজয়ী হয়েছেন।

মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক আদর্শের একজন উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁর দৌহিত্রীর রাজনীতিতে যোগদান এবং স্বীয় অবস্থান সুসংহত করে সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান যুক্তরাজ্যে এমপি নির্বাচিত হওয়া বাংলাদেশ ও বাঙালির জন্য গৌরবের বিষয়। একটি স্বাধীন দেশের স্থপতির একজন উত্তরসূরির অপর একটি দেশের পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া বিশ্বে একটি বিরল ঘটনা। এই বিজয় মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিকের আত্মবিশ্বাস, সাংগঠনিক দক্ষতা, গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার প্রতিফলন। এ ক্ষেত্রে তাঁর মা শেখ রেহানা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শিক্ষা, দিক্‌নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক, মিজ্ রুশনারা আলী ও মিজ্ রূপা হকের নির্বাচন এবং ঐ দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাঙালি জাতির জন্য নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। এ বিজয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থানকে আরও সমুন্নত ও সুসংহত করেছে। এই অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুজা শেখ রেহানার কন্যা মিজ্ টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক এবং সেইসঙ্গে মিজ্ রুশনারা আলী ও মিজ্ রূপা হককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১১ মে ২০১৫ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়; এ সংক্রান্ত ১৩ মে ২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপন সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়।

(১৩) উপকারাগারসমূহের ভূমির মালিকানা হস্তান্তর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৪) গাজীপুর জেলার স্পর্শকাতর/চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্যাদি সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(১৫) সিলেট জেলার স্পর্শকাতর/চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রতিবেদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৬) ভূমিকম্পে ক্ষয়-ক্ষতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ১২ জন জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৭) মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে অনুসরণীয় কতিপয় বিষয়ে সকল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৮) এপ্রিল ২০১৫ মাসের বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(১৯) অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ)-এর সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তাগণ কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী উদ্যোগ পর্যালোচনার জন্য ইনোভেশন টিমের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(২০) সর্বোচ্চ সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও সর্বোচ্চ পরিমাণ জরিমানা আদায়ের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন পত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(২১) দুর্নীতি দমন কমিশন হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন মামলায় চার্জশিটভুক্ত ৩৭ জন, বিজ্ঞ আদালতে এফআরটি গৃহীত হওয়ায় ৫৩ জন, নথিভুক্তি ৭৯ জন, তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় ২৬ জন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিষয়ে অবগত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ছয় জন সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন স্মারকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(২২) বিভিন্ন আইনে আট জন কর্মকর্তাকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট-এর ক্ষমতা এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা/ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

(২৩) জনাব সাইদুর রহমান, যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর উপজেলা; জনাব হাবিবুর রহমান, উপসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২৮ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলা এবং জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে ঝালকাঠি জেলার কাঠালিয়া উপজেলা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত মন্তব্য/সুপারিশের ওপর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র দেওয়া হয়।

(২৪) বিভিন্ন দেশের High Commissioner, Ambassador I `Zvev‡mi KgKZve› `wewfb ‡Rjv mdi K‡ibI mdiKv‡j Zv‡`i‡K Dch³ ‡mŚRb¨ c`kb, c‡qvRbxq mn‡hwMZv c`vb I wbivcËv weavb‡bi e¨e¯v Mnণের Rb¨ msশ্লিó †Rjv ckvmKMY‡K wb‡`kbv c`vb Kiv নয়।

(২৫) প্রতিবেদনাধীন মাসে মাঠ প্রশাসনে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১০ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। পূর্বে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহের মধ্যে পাঁচ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় নথিজাত করার জন্য এবং এক জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়।

(২৬) ‘Local Capacity Building and Community Empowerment (LCBCE)’ শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ভারতের কেরালায় অনুষ্ঠেয় ইউনিসেফের সঙ্গে ইআরডি’র সম্মত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুমোদন ও প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন প্রদান করা হয়।

(২৭) চোরাইকৃত পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় এবং চোরাচালানের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(২৮) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের কর্মসূচি সকল জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(২৯) ‘ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫’ বাস্তবায়নের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৩০) ব্যয়বহুল স্থান হিসাবে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বর্ধিত হারে বাড়িভাড়া ও ভ্রমণভাতা নির্ধারণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৩১) মহানগর, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও নিরাপত্তার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৩২) ‘বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০১৫’ উদ্‌যাপনের বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৩৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৩৪) ১৫ মে সিআরভিএস পাইলটের শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয় এবং তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(৩৫) ‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাব (Technical Project Proforma) অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(৩৬) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের রোডম্যাপ প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত সচিব/সমপর্যায়ের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৩৭) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য গণমাধ্যম কর্মীদের অংশগ্রহণে ‘গণমাধ্যমের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

(৩৮) কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৩৯) সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মহোদয়ের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবের সভাপতিত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪০) ‘National Integrity Strategy Support Project’ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন সংক্রান্ত পত্র জারি করা হয়।

(৪১) ৩১ মে ২০১৫ তারিখ 'জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চা: সম্ভাবনা ও করণীয়' বিষয়ে সরকারের সচিবগণের অংশগ্রহণে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(৪২) 'ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশের জন্য এ বিভাগের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

(৪৩) লাইব্রেরি রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সম্পন্ন হয়।

(৪৪) সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত Grievance Redress System (GRS) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

গ. আগামী দুই (জুন-জুলাই) মাসে সম্পাদিতব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজের তালিকা:

(১) মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠান।

(২) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান।

(৩) সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত এবং অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠান।

(৪) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

(৫) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠান।

(৬) সমরপুস্তক হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলি।

(৭) ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের দলিলাদির সংরক্ষণের মেয়াদ ২৫ বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় তা জাতীয় আরকাইভস-এ হস্তান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম।

(৮) 'Social Security Policy Support (SSPS) Programme' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু।

(৯) সিআরভিএস কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি খসড়া কারিগরি সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব (Technical Project Proforma) প্রণয়ন।

(মো: আবদুল্লাহ হারুন)
উপসচিব (সংযুক্ত)
ফোন: ৯৫৫৭৪৪৯
e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd